তারিখ 14 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

সরকারী চাকরিতে এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণের জন্য একটি সাধারণ বিধি জারি করা সত্ত্বেও নিয়োগ বিধি, গোপনীয় প্রতিবেদন ইত্যাদি নথিপত্রের অভাবে কিছু কিছু এডহক নিয়োগ এখন পর্যন্ত নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি বলে রিপোর্ট।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৮৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে চিঠি পাঠিয়েও এব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে এক্ষেত্রে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারী চাকরিতে বরাবরই এডহক নিয়োগের বিধান রয়েছে। তবে অতীতে নিয়মিতভাবে চাকরি দানের এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল যে, তখন এডহক নিয়োগের তেমন প্রয়োজন দেখা দিত না। আর এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা কম থাকার ফলে এবং তাদের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থাও মসৃণ ছিল বলে এব্যাপারে কখনো তেমন মারাত্মক সমস্যা বা জটিলতা দেখা দেয়নি।

স্বাধীনতার পর সরকারী দফতরগুলোতে শূন্যপদের সংখ্যা বেড়ে যায়। সেই অবস্থায় নিয়মিত ভিত্তিতে ঐসব পদ পূরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে, বিপুলসংখ্যক সরকারী চাকরিতে এডহক ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ঐসব চাকরি নিয়মিত করতে আগে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেই কেবল নয়, সিনিয়রিটি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল চাকরির পরও চাকরির স্থায়িত্বের প্রশ্নে অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকে। এই অনিশ্চয়তা স্বভাবতই সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্মযোগ্যতা ও কর্মোদ্দীপনার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত যেসব এডহক নিয়োগ করা হয়েছিল, সেগুলো নিয়মিতকরণের জন্য একটি সাধারণ বিধি জারি করেন।

কমিশন উক্ত নিয়োগ নীতির ভিত্তিতে নিয়োগ বিধি, চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, গোপন প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনা করে গত বছর তিন হাজার তিন শত ঊনিশজন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ অনুমোদন করেন।

কিন্তু কমিশনের পক্ষে আলোচ্য সময়ের সকল এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ সম্ভব হয় নাই। কারণ, সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবরা কমিশনকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ করেন নি। সংশ্লিষ্ট আমলাদের এই গাফিলতির ফলে এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের যে এখনো অনিশ্চয়তা ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সেকথা বাহুল্য মাত্র। তাই ঐসব কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এ বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সহযোগিতা করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।